9

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

আমাদের কি লেখাপড়া করতে দেওয়া হবে?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের প্রশ্ন, আপনারা কি আমাদের লেখাপড়া করতে দিবেন? কাগজের মূল্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমাদের আর কাগজ কিনে লেখাপড়া করবার সামর্থ নেই। এই পরিস্থিতে এখন আমরা কি করতে পারি আমরা কি এখন লেখাপড়া বাদদিয়ে জমিতে কাজ করব? না ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি করব?' মাননীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রশ্ন স্মরণ করবেন। ৪ টাকা মূল্যের নিউজপ্রিন্ট কাগজ এখন ৮ হতে ৯ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ৯ টাকা মূল্যের সাদা কাগজ এখন ১৩ হতে ১৪ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। কাগজের মূল্য শুনে আমাদের দেউলিয়া হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। সংসদের বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য নাকি সবচেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ হয়। তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? এই টাকা কারা লুটপাট করে? জনগণ কতদিন আর এইভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করবে। কেন আপনারা এইদিকে দৃষ্টি দেন না? এটা কি আপনাদের কাজ নয়? তাই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখনও বলি আপনারা জনগণের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেন।

—আখতার,
খুলনা, দৌলতপুর।

স্কুলের পাশে চিল্লাবেন না

যশোর জেলার শার্শা থানার নাভারন একটি জনবহুল গ্রাম। আর এই শার্শা থানার নাভারনে অবস্থিত এই থানারই অন্যতম বালিকা বিদ্যালয়— বুরুজ বাগান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এটা শুধু ছাত্রী সংখ্যা নয়, ভাল রেজাল্টের দিক দিয়েও অন্যতম। কিন্তু আমাদের এই বিদ্যালয়টি যশোর-বেনাপোল সড়কের পাশেই অবস্থিত। আমরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ্য করছি যে, কতিপয় বাস চালক এই বিদ্যালয়ের পাশে আসলেই জোরে হর্ন দেয়, সিনেমার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাইকিং করায় কান অতিষ্ট হওয়ার অবস্থা। এতে বিশেষ করে সিনেমার বিজ্ঞাপন মাইকিং করায় আমাদের লেখাপড়ায় দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আবার এ সবের সাথে যোগ হয়েছে ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের লটারীর মাইকিং। এতে শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ রাখতে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। তাই এসব মাইকিংকারীদের প্রতি আমাদের একান্ত আবেদন— আপনারা দয়া করে স্কুলের পাশে এসে চিল্লাবেন না।

—ওয়াহিদা নাহার ঊর্মি,
বুরুজ বাগান বালিকা বিদ্যালয়,
যশোর।